যুগান্তর

তারিখ ...2-8 JUN 2008 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

৪০ হাজার স্কুলের জন্য ইন্টারনেট

মুরশিদুজ্জামান হিমু

তথ্যপ্রযুক্তির অহমিকার এ যুগে বাংলাদেশ পথচলা শুরু করেছে সবেমাত্র। হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে চলছে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির অভিনব রাস্তায়। তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে এটির সুফল সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি) সারাদেশে বিস্তৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে ইন্টারনেট ব্যবস্থা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর সঙ্গে সরকার আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, সারাদেশে ৬২ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে কম্পিউটার

সরকারি সিদ্ধান্তে সারাদেশে ৬২ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে কম্পিউটার ডাটাবেজের আওতায় আনা হবে। এরই অংশ হিসেবে দেশের শহরাঞ্চল ব্যতীত প্রায় ১০ হাজার গ্রামে অবস্থিত সরকার পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় বিনামূল্যে ইন্টারনেট সংযোগ এবং ধারাবাহিকভাবে ৪০ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হবে।

ডাটাবেজের আওতায় আনা হবে। আমাদের কারোরই অজানা নয় যে, আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করে। তারা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করায় শিক্ষিতের হারও অনেক কম। অপরদিকে আমাদের শহরকেন্দ্রিক স্কুলগুলোতে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ খুবই বেশি। তাই শহরে স্কুলের ছাত্ররা ছোট থেকেই দেশের আইসিটি খাত সম্পর্কে জ্ঞান রাখছে। ফলে দেশের এবং দেশের বাইরের নানাদিক সম্পর্কে তারা অবগত থাকছে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল একটি দেশে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী দেশের আইসিটি খাত সম্পর্কে সচেতন থাকবে— এমনটি আশা করা ঠিক নয়। তাই বলে কি পিছু হাঁটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে? মোটেও নয়। এরই অংশ হিসেবে দেশের শহরাঞ্চল ব্যতীত প্রায় ১০ হাজার গ্রামে অবস্থিত সরকার পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় বিনামূল্যে ইন্টারনেট সংযোগ এবং ব্যবহারের সুযোগ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের ৪০ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হবে। সারাদেশে প্রযুক্তির বিশালায়তন সৃষ্টির লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান।

সাম্প্রতিক সময়ে ইন্টারনেটের ব্যান্ড উইথড চার্জ প্রায় অর্ধেকেরও বেশি কমানোর সিদ্ধান্ত নেয়ায় এটি আমাদের দেশের তথ্যপ্রযুক্তির ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে মনে করা হচ্ছে। আর ইন্টারনেট পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও তাদের ব্যবসায় আরও গতি আনতে পারবে বলে ধারণা করছে অনেকে। আর আমাদের দেশের সফটওয়্যার সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

আমাদের দেশের সুবিধাবঞ্চিত বিশাল জনগোষ্ঠীকে তথ্যপ্রযুক্তি সেবা প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেয়ায় তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিটিআরসিকে সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। এ সিদ্ধান্তকে বর্তমান সময়োপযোগী বলেও আখ্যা দেন অনেকে। এর অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার পরও সরকার কর্তৃক এরকম একটি সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য। তাই তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে এর সফলতা আসবে— এটি আশা করাই যায়।

বিটিআরসি'র নেয়া সিদ্ধান্ত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে এবং সহায়ক পরিবেশ তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এর আগেও সরকার বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে কেন্দ্র করে। কিন্তু সঠিক পরিকল্পনা ও সমন্বয়কারীর অভাবে সেসব পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। তাই বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশন সাম্প্রতিক সময়ে সুষ্ঠু নীতিমালার আলোকে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সব মিলিয়ে বিটিআরসি'র এই পদক্ষেপ অবশ্যই বাহবা পাওয়ার মতো একটি বিষয়। এর মাধ্যমে এ দেশের শিশুরা প্রযুক্তিক জ্ঞান দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে অনেক অনেক দূরে— এটি আমাদের সবার প্রত্যাশা।